# *Cybercrime Investigation Procedure and Common Mistakes*


## Presented by
## ELIAS HOSSEN

Police Inspector (UB)
Digital Forensic Lab, CID HQ, Dhaka.
01919933221


**Education:**
B.Ed (Hon's), M.Ed, PGDICT, M.Sc (Cyber Security)

## Training Course completed:

- ❖Enhancement of Cyber Crime Investigation Capability of Bangladesh Police, Soonchunhyang University, **South Korea**, June 2014.
- ❖Cyber Security Course, Gujarat Forensic Science University, **India**, October 2016.
- ❖Exploit Hackers Tools & Technique, **Singapore**, October 2018.
- ❖Boot Camp on Access Data FTK Forensic, **UAE Dubai**, December, 2018.
- ❖Windows Forensic FOR500, **Singapore,** March 2019.

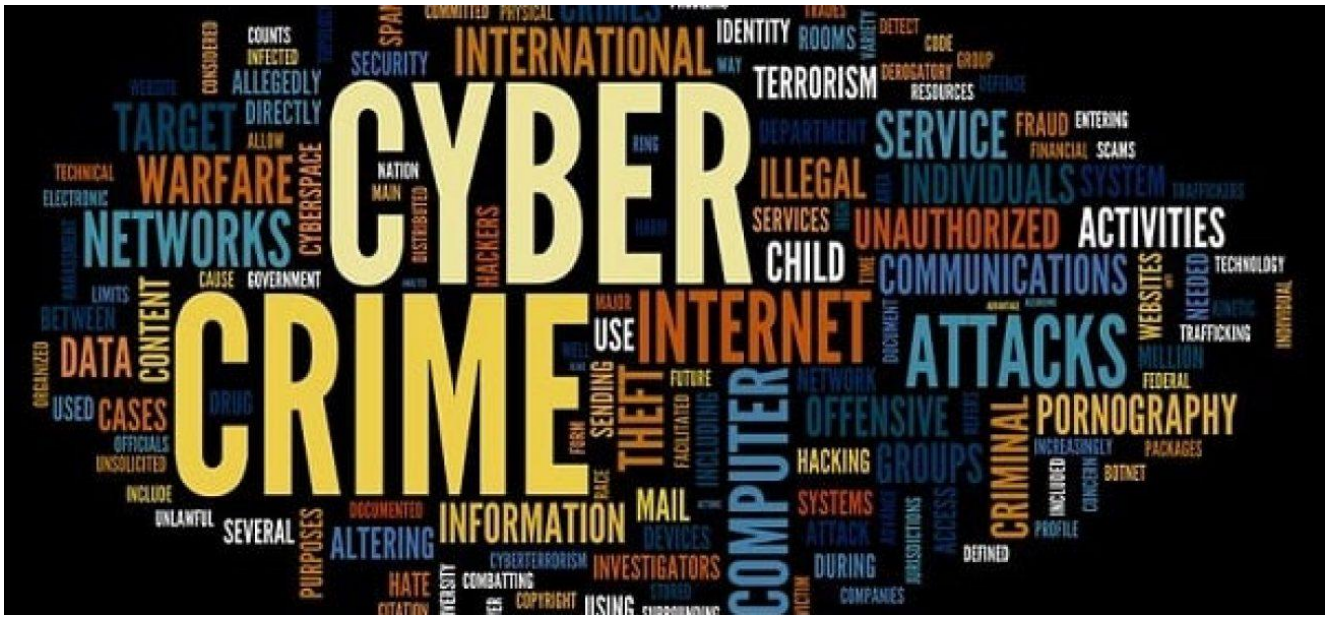


***বাংলাদেশে ইন্টারনেট চালু হয়- ১৯৯৩ সালে, সবার জন্য উন্মুক্ত হয়- ১৯৯৬ সালে। ১৯৯৬ সালে দেশে প্রথম ইন্টারনেটের জন্য ভিস্যাট স্থাপন করা হয় এবং আই. এস. এন নামক একটি আইএসপি-র মাধ্যমে অনলাইন ইন্টারনেট সংযোগের প্রসার ঘটতে শুরু করে।***

## History of Cyber Crime in Bangladesh:

On 23 August 2004, an e-mail was sent to the Bangla daily Prothom Alo, containing death threat to Sheikh Hasina, the then leader of the opposition in parliament. Two days later, another e-mail received that also contained death threat for Khaleda Zia, the then Prime Minister, her eldest son and some members of parliament. These were the first two incidents of cybercrime.

Source : https://www.thedailystar.net/news/curbing-cyber-crime

## সাইবার অপরাধকে নিয়ন্ত্রনে আনার জন্য যে সকল আইন/অধ্যাদেশ প্রনয়ন করা হয়েছে

১.তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬
২.তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন (সংশোধন ২০০৯), ২০০৬
৩.তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন (সংশোধন ২০১৩), ২০০৬
৪.ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ (রহিত)
৫.সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩ (রাস্ট্রপতির অধ্যাদেশ নং ২৫/২০২৫ মুলে রহিত)
৬.সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ (রহিত)
৭. সাইবার সুরক্ষা আইন, ২০২৬
৮.পর্নোগ্রাফী নিয়ন্ত্রন আইন ২০১২

## National Cyber Security Index (NCSI) অনুযায়ী বাংলাদেশ পৃথিবীতে ৫৯ তম ঝুঁকিপূর্ণ দেশ।

**Source:** https://ncsi.ega.ee/country/bd/

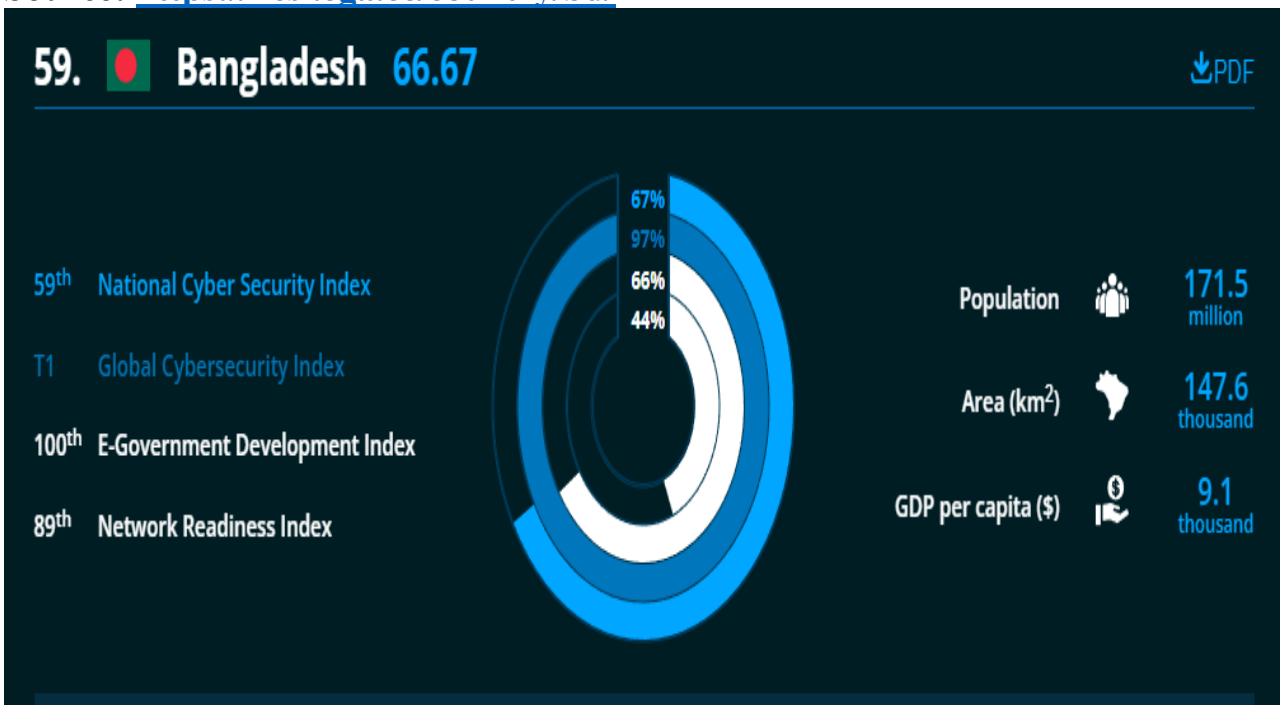

# আমাদের দেশে যে সকল সাইবার অপরাধ হয়ে থাকে

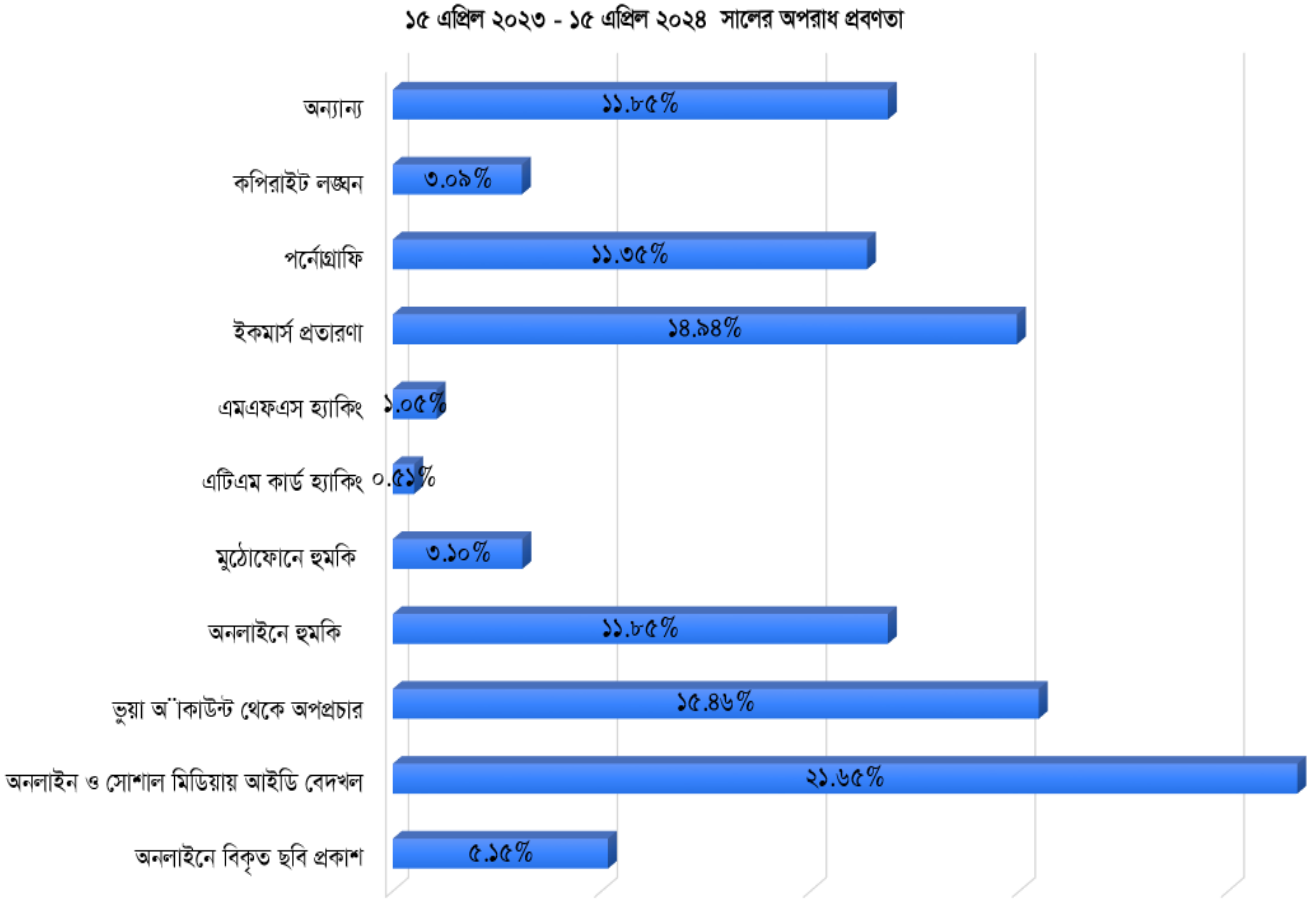


# Cybercrime: Most accused go unpunished

**Source:** https://www.dhakatribune.com/bangladesh/235052/cybercrime-most-accused-go-unpunished

# Cybercrime: 97 per cent cases dismissed

# Source: https://en.prothomalo.com/bangladesh/crime-and-law/cyber-crime-97-per-cent-cases-dismissed

## সাইবার অপরাধ তদন্ত প্রক্রিয়া

১। সাইবার অপরাধের শিকার ভিক্টিম/ভিক্টিমের অভিভাবক এর সাথে আলোচনা

২। অপরাধের বিবরণ সম্বলিত অভিযোগ নেওয়া

৩। মামলা হবে না সাধারণ ডায়েরি হবে সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া

৪। সাধারণ ডায়েরি হিসেবে তদন্ত শুরু করা

৫। মামলা হিসেবে তদন্ত শুরু করা

## সাইবার অপরাধের শিকার ভিক্টিম/ ভিক্টিমের অভিভাবক এর সাথে আলোচনা

থানায়, তদন্ত কেন্দ্রে এবং পুলিশ ফাড়ীতে স্থানীয় জনগনের মধ্যে সাইবার অপরাধের শিকার ভুক্তভোগীরা অভিযোগ করতে যায়। ভুক্তভোগীদের একটা বড় অংশ নারী।

পত্রিকার অনুসন্ধানী প্রতিদেনে যা ৬১% উল্লেখ করা হয়েছে।

Source: https://www.dhakatribune.com/bangladesh/299185/study-63.51%25-of-women-in-bangladesh-face-online

ভুক্তভোগীদের বেশিরভাগই নারী হওয়ার কারণে আমাদেরকে অবশ্যই বিচক্ষণতার সাথে ঘটনা শুনতে হবে। একজন নারী পুলিশ অফিসার ঘটনা শুনবেন/একজন নারী পুলিশ সদস্যের উপস্থিতিতে একজন পুরুষ পুলিশ অফিসার শুনবেন।

## অপরাধের বিবরণ সম্বলিত অভিযোগ নেওয়া

অপরাধের বিষয়বস্তু পর্ণোগ্রাফী নিয়ন্ত্রন আইন/২০১২, সাইবার সুরক্ষা আইন /২০২৬ এর আওতাধীন কোন অপরাধ হলে অপরাধের বিষয়ে সুনিদিষ্ট তথ্যাদি উল্লেখপূর্বক অভিযোগ নিতে হবে।

## মামলা হবে না সাধারণ ডায়েরি হবে সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া

পর্ণোগ্রাফী নিয়ন্ত্রন আইন/২০১২ এর সকল অপরাধ **Cognizable**। এই আইনের সকল অপরাধে জন্য ১০ ধারার বিধান বলে থানায় মামলা নেওয়া যাবে।

সাইবার সুরক্ষা আইন/২০২৬ এর ৪৬ (১) ধারা মোতাবেক ১৭/১৮ এর উপধারা (১) এর দফা (গ)/১৯/২০/২১/২২/২৩/২৫ ধারার অপরাধ **Cognizable** হওয়ায় মামলা নেওয়া যাবে।

৪৬(২) ধারা মোতাবেক ১৭/১৮ এর উপধারা (১) এর দফা (ক) ও (খ)/ ২০/২১/২৪/২৫/২৬ এ উল্লেখিত অপরাধ সমূহ অ-জামিনযোগ্য হইবে এবং ধারা ১৮ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) ও (খ)/২০/২১/২৪/২৫/২৬ এ উল্লেখিত অপরাধসমূহ জামিনযোগ্য হইবে।

৪৬(৩) ধারা মোতাবেক ধারা ১৮ এর উপ ধারা (১) এর দফা (ক) ও (খ)/১৯/২০/২১/২২/২৪/২৫ এ উল্লেখিত অপরাধ সমূহ আদালতের সম্মতিসাপেক্ষে আপোষযোগ্য হইবে।

২৪/২৬ ধারার অপরাধের ক্ষেত্রে সাধারণ ডায়েরী পূর্বক তদন্ত করতে হবে।

| কে তদন্তের জন্য এখতিয়ারাবান/ক্ষমতাপ্রাপ্তঃ | |
|---|---|
| পর্ণোগ্রাফী নিয়ন্ত্রন আইন/২০১২ | সাইবার সুরক্ষা আইন/২০২৬ |
| পর্ণোগ্রাফী নিয়ন্ত্রন আইন/২০১২ এর সকল ধারার অপরাধ তদন্তের জন্য উক্ত আইনের ৫(১) ধারার বিধান বলে সাব- | সাইবার সুরক্ষা আইন/২০২৬ এর সকল ধারার অপরাধের মামলা উক্ত আইনের ২(দ)/৩১ ধারার বিধান বলে |

| | |
|---|---|
| ইন্সপেক্টর নিম্নে নহেন এমন পুলিশ অফিসার ক্ষমতাবান। | সাব-ইন্সপেক্টর এর নিম্নে নহেন এমন অফিসার ক্ষমতাবান। |
| **তদন্তের সময়সীমা** | |
| তদন্তের সময়সীমা ৫(২) ধারা অনুযায়ী দায়িত্ব প্রাপ্তীর তারিখ থেকে ৩০ কার্যদিবস ।<br>যুক্তিসঙ্গত কারণে উক্ত সময়সীমার মধ্যে তদন্ত কার্য সমাপ্ত করা সম্ভব না হইলে, পুলিশ সুপার বা সমপদমর্যাদার কর্মকর্তা বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, তদূর্ধ্ব কর্মকর্তার অনুমোদনক্রমে, অতিরিক্ত ১৫ (পনের) কার্যদিবস সময় বৃদ্ধি করা যাইবে।<br>৫(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে যুক্তিসংগত কারণে কোন তদন্ত কার্য সমাপ্ত করা সম্ভব না হইলে, আদালতের অনুমোদনক্রমে, অতিরিক্ত আরো ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবস সময় বৃদ্ধি করা যাইবে।<br>মোট ৩০+১৫+৩০ = ৭৫ কার্যদিবস। | তদন্তের সময়সীমা ৩২ ধারা অনুযায়ী দায়িত্ব প্রাপ্তীর তারিখ থেকে ৯০ দিন। উক্ত সময়ের মধ্যে তদন্ত শেষ না হলে নিয়ন্ত্রনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ১৫ দিন।<br>এরপরেও শেষ না হলে যুক্তিসংগত কারণ উল্লেখ করে ট্রাইবুনালের অনুমোদন সাপেক্ষে আরো ৩০ দিন।<br>এরপরেও শেষ না হলে ট্রাইবুনাল যুক্তিসংগত সময় পযর্ন্ত বৃদ্ধি করতে পারবেন।<br>মোট ৯০+১৫+৩০ = ১৩৫ দিন |

| কে তল্লাশী করতে পারবেন | |
|---|---|
| **পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রন আইন ২০১২** | **সাইবার সুরক্ষা আইন/২০২৬** |
| ধারা ৬। তল্লাশী, জব্দ ইত্যাদি (১) পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর এর নিম্নে নহেন এমন কর্মকর্তা অথবা সরকারের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ ফৌজদারী কার্যবিধিতে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া অপরাধের সহিত জড়িত কোন ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিক গ্রেফতারের ক্ষেত্রে বা কোন পর্নোগ্রাফি সরঞ্জাম উদ্ধার বা জব্দের ক্ষেত্রে তল্লাশী কার্য পরিচালনা করিতে পারিবেন। | ধারা ৩৩ তদন্তকারী অফিসারের ক্ষমতা রেগুলার মামলার ক্ষেত্রে)<br>ধারা ৩৪ পরোয়ানার মাধ্যমে তল্লাশী ও জব্দ (সাধারন ডায়েরি ও সিআর মামলার ক্ষেত্রে প্রয়োজন সাপেক্ষে)<br>ধারা ৩৫ পরোয়ানা ব্যতিরেকে তল্লাশী জব্দ ও গ্রেফতার রেগুলার মামলার ক্ষেত্রে)। |

## সাধারণ ডায়েরি হিসেবে তদন্ত শুরু করা

**বিজ্ঞ আদালতের অনুমিত নিয়ে তদন্ত শুরু করতে হবে।**
**তদন্তের কোন পর্যায়ে যদি আসামী গ্রেফতার, জিজ্ঞাসাবাদ এবং আলামত জব্দ করার প্রয়োজন হয় তবে আদালতের অনুমোদনক্রমে গ্রেফতার,আলামত জব্দ ও পরীক্ষা করতে হবে।**

## মামলা হিসেবে তদন্ত শুরু করা

**অন্যান্য মামলার মত সাইবার অপরাধের মামলার ঘটনাস্থল গুরুত্বপুর্ণ নয়। বিজ্ঞ আদালতে বিপক্ষ কৌশুলী কখনও অপরাধের ঘটনাস্থল নিয়ে প্রশ্ন করেন না। এখানে গুরুত্বপর্ণ হচ্ছে এজাহার বা অভিযোগে উল্লেখিত বাদী/ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির এবং অপরাধীর Social Media হিসেবে ব্যবহৃত আইডির (Facebook/ Messengar/ Facebook Page/**

**Facebook Blog/Twitter/ Viver/Tango/ Line/ SnapChat/ Vigo Live) ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন, সাক্ষীর জবানবন্দী, আলামত (মোবাইল/ কম্পিউটার/ ল্যাপটপ/ HDD/ SSD/ SD মেমোরি কার্ড/পেন ড্রাইভ/স্ক্রিনসট) জব্দ করা এবং আলামতের বিশেষজ্ঞ মতামতসহ তদন্ত কার্যক্রম।**

## মামলার অভিযোগ বা এজাহারে যে ভুলগুলো হয়ে থাকে

সোস্যাল মিডিয়ার আইডি সঠিক আইডেন্টিফিকেশন উল্লেখ করা হয়না। যেমন- ফেসবুক এর ক্ষেত্রে লেখা হয় (১) ‘‘ **হাবিবুর রহমান ভূইঞা পিনু**’’ নামক ফেসবুক আইডি দিয়ে, (২) ‘‘ **Habibur Rahman Bhuiyan Pinu** ’’ নামক ফেসবুক আইডি দিয়ে/ **(৩) https://web.facebook.com/habibur.rahman.bhuiyan.habib.2024 নামক ফেসবুক আইডি দিয়ে অশ্লীল/অশালীন বক্তব্য পোস্ট করা হয়েছে। উল্লেখিত ৩ প্রকারে উল্লেখিত আইডি কোনটিই সঠিক নয়। একটি ফেসবুক আইডির সকল তথ্যই সময়ের পরিক্রমায় পরিবর্তণ করা যায় কিন্তু Facebook Numeric Personal ID পরিবর্তণ করা যায় না।**

A Facebook Numeric Personal ID, also known as a User ID, is a unique 15-digit number assigned to each Facebook account. This number is used internally by Facebook to identify and track users and their data, and it's distinct from a username, which is a web address for a profile.

**সঠিক হবে https://www.facebook.com/61551356829873**

**ভিক্টিম, অভিযুক্ত এবং সহযোগী- যাকেই সোস্যাল মিডিয়ায় পোস্ট/মন্তব্যের কারণে অভিযুক্ত করা হবে সকলের সোস্যাল মিডিয়ার আইডির উক্তরুপ ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন উল্লেখ করতে হবে।**

## Screenshot এ যে ভুল হয়ে থাকে

অধিকাংশ ভিক্টিম অভিযুক্ত কর্তৃক পোস্টকৃত নেতিবাচক লেখা বা ছবির Screenshot অভিযোগ/এজাহার দায়েরকালিন/ পরবর্তী সময়ে উপস্থাপন করেন । তাদের উপস্থাপিত Screenshot গুলো মোবাইল ব্যবহার করে নেয়া- যেখানে তারিখ, সময় এবং লিংক উল্লেখ থাকে না। সব চেয়ে বড় কথা হল Screenshot তৈরী করা যায়। তাই উক্ত Screenshot কখনোই বিশ্বাস করা যাবে না। ভিক্টিম বা অভিযোগকারী সহ সাক্ষীদের উপস্থিতিতে ভিক্টিম বা অভিযোগকারীর দেখানো মতে সোস্যাল মিডিয়ায় পোস্ট/মন্তব্যের Screenshot নিয়ে জব্দতালিকা করতে হবে যেখানে তারিখ, সময় ও সাক্ষীদর সাক্ষর থাকবে।

## জব্দ তালিকা প্রস্তুতসহ অন্যান্য যে ভুলগুলো হয়ে থাকে-

১। মোবাইল জব্দের ক্ষেত্রে মোবাইলের **Brand Name** উল্লেখ করা হলেও **Model Name, IMEI, Serial Number** সহ মোবাইলে ব্যবহৃত **Memory Card, SIM/MSISDN** এর বর্ণনা উল্লেখ করা হয় না। জব্দকালিন মোবাইলের **Pass Code/ PIN Code/ Pattern Lock/ Face Lock/ Iries Lock** অভিযুক্তের কাছ থেকে জেনে নেওয়া হয়না।

২। মামলার সাথে সম্পৃক্ত ডিজিটাল ডিভাইস জব্দ করতে হবে। অধিকাংশ সময়ে দেখা যায় যে, যে ডিভাইস ব্যবহার করে অপরাধ করা হয়েছে সেই ডিভাইস জব্দ করা হয় না।

৩। কোন অভিযুক্তের কাছ থেকে মোবাইল জব্দ করা হলে অবশ্যই মোবাইলে ব্যবহৃত সিম এবং মেমোরি কার্ডের বিষয়ে সুস্পষ্ট তথ্য উল্লেখ করতে হবে। অপরাধের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত মোবাইলে অবশ্যই সিম ছিল, মোবাইল আছে সিম নাই এরকম হতে পারেনা। সোস্যাল মিডিয়ার মামলার ক্ষেত্রে অবশ্যই সোস্যাল মিডিয়া সংশ্লিষ্ট মোবাইল সিম জব্দ

তালিকায় উল্লেখ থাকবে। এছাড়াও **App Lock** সফটওয়্যারের মাধ্যমে নির্দিষ্ট **App (Facebook/Messenger/Twitter/Mail** ইত্যাদি) **Lock** করা থাকে, যা জব্দকালিন জেনে **Unlock** করে নিতে হবে। সিম বা মেমোরি কার্ড না থাকলে উল্লেখ করতে হবে।

৪। মামলা সংক্রান্তে যে সকল ডিজিটাল ডিভাইস জব্দ করা হবে, সে সকল ডিজিটাল ডিভাইসের যথাযথ বিবরণ উল্লেখ করতে হবে।
৫। মামলা সংশ্লিষ্ট সঠিক আলামত জব্দ করা হয় না।
৬। আলামত বিশেষ করে মোবাইল ফোন জব্দকালিন যথাযথভাবে রক্ষনাবেক্ষণ করা হয় না।

- জব্দ করার সাথে সাথে প্রয়োজনীয় কাজ শেষে ফ্লাইট মুডে রাখতে হবে।
- লক জনিত সমস্যার কারনে ফ্লাইট মুডে না যেতে পারলে ফ্যারাডে ব্যাগে রাখতে হবে।
- জব্দকালিন ডেস্কটপ/ল্যাপটপ চালু অবস্থায় পাওয়া গেলে **Forensic Software** এর মাধ্যমে **RAM Data Acquisition** করতে হবে।

৭। সোস্যাল মিডিয়ার আইডি/ওয়েব সাইট এর নিয়ন্ত্রন নেয়া হয় না, ওয়েব সাইট/আইডি ডাউনলোড করে রাখা নেওয়া হয় না।

- অভিযুক্ত গ্রেফতার হওয়ার পরে তার সোস্যাল মিডিয়ার লগইন পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করে রাখা। লগইন নোটিফিকেশন/ট্রাস্টটেড ফ্রেন্ড ডিসাবেল করে রাখা।
- ভিক্টিম এবং অভিযুক্তের আইডি ডাউনলোড করে রাখা। আইডি সংশ্লিষ্ট মোবাইল নম্বর এবং মেইল সংশ্লিষ্ট মোবাইল নম্বরের আদালতের আদেশের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রন নেওয়া।
- ওয়েব সাইট সংক্রান্ত মামলা হলে ওয়েব সাইট কপি রাখা।

- ওয়েব হোস্টারকে জানানো যে সংশিষ্ট ওয়েব সাইট নিয়ে মামলা চলমান, যাতে কেউ হোস্টিং সংক্রান্ত তথ্যাদি পরিবর্তণ করতে না পারে।
- ওয়েব সাইট হ্যাকিং সংক্রান্ত কোন মামলা হলে- সংবাদ জানার সাথে সাথে ডোমেইন হোস্টারকে জানানো। নেটওয়ার্ক বিচ্ছিন্ন করার জন্য  অনুরোধ করতে হবে কিন্তু সিস্টেমের পাওয়ার ডাটা ইমেজ করার আগে বন্ধ করা যাবেনা।

## সুনির্দিষ্ট ব্যাক্তির পর্নোগ্রাফী ছবি প্রেরনের ক্ষেত্রে সর্তকতাঃ

১। কোন আলামতে কারো অশ্লীল ছবি আছে কিনা তা জানতে চাওয়া হলে সংশিষ্ট ব্যাক্তির তিন ধরণের 4R Size ছবি প্রদান করতে হবে

(ক) Left Angle

(খ) Right Angle

(গ) Front

ছবি গুলো অবশ্যই মেকাপ ব্যাতীত, ছবিতে কান এবং কানের লতি সুস্পষ্ট, নারী/শিশুর ক্ষেত্রে চুল লম্বা হলে- চুল মুঠি আকারে বাধাঁ থাকতে হবে।

২। ছবির পিছনে অবশ্যই কার ছবি, তার নাম উল্লেখ করতে হবে।

৩। ছবি তুলে আদালতে পাঠলে বিজ্ঞ হাকিম ছবি দেখে **Seen** মর্মে স্বাক্ষর করে দিবেন। -এটাই নিয়ম/ব্যাতিক্রম হল -  ছবি তুলে বাদী বা বিবাদীকে দিয়ে নাম লেখাবেন।

এধরণের ছবি নমুনা আকারে প্রদান করা যাবেনা।

এধরণের ছবি নমুনা আকারে প্রেরণ করতে হবে-

## আলামত সংরক্ষণ এবং পরিবহনে সর্তকতা

- ডিজিটাল আলামত সংরক্ষন এবং পরিবহনের সময়ে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হয়।
- উচ্চ তাপমাত্রাযুক্ত স্থানে আলামত রাখা যাবে না।
- পরস্পর দুটি চৌম্বক ক্ষেত্রের কাছাকাছি আনা যাবে না।
- জব্দ পরবর্তী সময়ে আলামতে কোন প্রকার এ্যাকসেস নেওয়া যাবে না।

- আলামতে কোন আঘাত লাগানো যাবে না এবং ম্যাগনেটিভ ওয়েব এর নিকটবর্তী/সংস্পর্শে আনা যাবেনা।

## ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবে মতামত চাওয়ার সময় যে ভুলগুলো করা হয়

১। আলামত পরীক্ষার জন্য এসএস (ফরেনসিক) বরাবরে প্রেরীত আবেদন, আদেশনামা এবং ক্ষমতাপত্রে- জব্দতালিকায় উল্লেখিত বিবরণ মোতাবেক আলামতের বর্ণনা থাকে না।
২। অনেকে ক্ষমতাপত্রে উল্লেখ করেন- আলামত পরীক্ষা পুর্বক অক্ষত অবস্থায় ফেরত প্রদান করবেন।
৩। অনেক তদন্তকারী কর্মকর্তা আলামত পরীক্ষা পুর্বক কোন ধরনের তথ্য চান তা আবেদনে উল্লেখ করেন না।

## সাক্ষী নির্বাচনে সর্তকতা

১। সাইবার অপরাধের মামলায় সোস্যাল মিডিয়ার আইডি ফেসবুক/টুইটার/ইমু ইত্যাদি), ই-মেইল, ওয়েব সাইট ইত্যাদি সম্পর্কে সাধারণ ধারণা আছে এমন লোক  নির্বাচন করা অথবা আলোচনার মাধ্যমে ধারণা প্রদান করা- কি বিষয়ে তিনি সাক্ষী হলেন, আদালতে তাকে সাধারণত কি কি প্রশ্ন করতে পারে।

## ধারা ৩৮ঃ তদন্তের স্বার্থে যে কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্য গ্রহন করা যাবে।

### আঞ্চলিক ও আর্ন্তজাতিক সহোযোগীতাঃ

ধারা ৪৮ এর বিধান মোতাবেক পারস্পরিক সহায়তা আইন ২০১২ এর সকল বিধানাবলী এই আইনের অধীন মামলা তদন্তের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

# সাইবার সুরক্ষা আইন এর ধারা ৫০ঃ রহিতকরণ ও হেফাজত

৫০। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৩৮ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণের অব্যবহিত পূর্বে উক্ত আইনের ধারা ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২২, ২৩, ৩০, ৩২, ৩৫ এবং উক্ত ধারাসমূহে বর্ণিত অপরাধ সংঘটনে সহায়তার অপরাধের অনিষ্পন্ন মামলাসমূহ সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালে এবং অনুরূপ মামলায় প্রদত্ত আদেশ, রায় বা দণ্ডের বিরুদ্ধে আপিল সংশ্লিষ্ট আপিল ট্রাইব্যুনালে এইরূপে পরিচালিত ও নিষ্পত্তি হইবে যেন উক্ত আইন রহিত হয় নাই।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত উক্ত আইনের ধারাসমূহের অধীন যে সকল মামলার রিপোর্ট বা অভিযোগ করা হইয়াছে বা তৎপরিপ্রেক্ষিতে চার্জশিট দাখিল করা হইয়াছে বা মামলা তদন্তাধীন রহিয়াছে, সেই সকল মামলা সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন মামলা বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) উক্ত আইন রহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে, উক্তরূপ রহিতকরণের অব্যবহিত পূর্বে, উক্ত আইনের ধারা ২১, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩১, ৩৪ এবং উক্ত ধারাসমূহে বর্ণিত অপরাধ সংঘটনে সহায়তার অপরাধে কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনালে নিষ্পন্নাধীন কোনো মামলা বা অন্যান্য কার্যধারা অথবা কোনো পুলিশ অফিসার বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট তদন্তাধীন মামলা বা কার্যক্রম বাতিল হইবে এবং উহাদের বিষয়ে আর কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না এবং উক্ত ধারাসমূহের অধীন কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত দণ্ড ও জরিমানা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

৫০(৪)- ধারা মোতাবেক ২১/২৪/২৫/২৬/২৭/২৮/২৯/৩১/৩৪ ধারায় পূর্বে রুজুকৃত/ আদালতে পিটিশন হিসেবে দাখিলকৃত মামলা/আরজি বাতিল ০৯ টি

৫০(২)- ধারা মোতাবেক ১৭/১৮/১৯/২০/২২/২৩/৩০/৩২/৩৫ চলবে ০৯ টি

(৫) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত আইনের অধীন—

(ক) গঠিত সাইবার সুরক্ষা এজেন্সির সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, দলিল-দস্তাবেজ ও দায়-দেনা, যদি থাকে, জাতীয় সাইবার সুরক্ষা এজেন্সির নিকট ন্যস্ত হইবে;

(খ) প্রণীত বিধিমালা, জারীকৃত আদেশ, নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন বা গাইডলাইন বা কৃত, সূচিত বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা এই অধ্যাদেশের বিধানাবলির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, এই অধ্যাদেশের অধীন রহিত না হওয়া পর্যন্ত, বলবৎ থাকিবে, এবং উহা এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত, জারীকৃত, কৃত, সূচিত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(গ) সাইবার সুরক্ষা এজেন্সির মহাপরিচালক এবং পরিচালকগণসহ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী জাতীয় সাইবার সুরক্ষা এজেন্সির মহাপরিচালক, পরিচালক এবং কর্মকর্তা-কর্মচারী হিসাবে গণ্য হইবেন, এবং তাহারা যে শর্তে জাতীয় সাইবার সুরক্ষা এজেন্সিতে নিয়োগকৃত বা কর্মরত ছিলেন সেই একই শর্তে জাতীয় সাইবার সুরক্ষা এজেন্সিতে নিয়োগকৃত বা কর্মরত রহিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন;

**-আপনাদের মূল্যবান সময় আমার সাথে কাটানোর জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ-**